গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা | ১২ - ১৮ এপ্রিল ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

বিমান বসুর বক্তব্য বিস্ময়কর

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৭ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন, গত ৫ এপ্রিল সাংবাদিক সম্মেলনে বর্ষীয়ান সিপিআই(এম) নেতা কমরেড বিমান বসু ইলেক্টোরাল পলিটিক্সে বামফ্রন্টের সঙ্গে এসইউসি যাবে না, এটা তাদের ঘোষিত নীতি' বলে যে মন্তব্য করেছেন তা আমাদের অত্যন্ত বিস্মিত করেছে।

প্রথমত, 'নির্বাচনী লড়াইয়ে আমরা সিপিএমের সাথে যাব না' এ রকম কোনও ঘোষণা যে আমাদের নেই এবং গণআন্দোলনের স্বার্থে আমরা যে সংগ্রামী বামপন্থার ঐক্য চাই, যা কংগ্রেসকে সাথে নিয়ে হতে পারে না— আমাদের এই বক্তব্য বিমানবাবুর অজানা থাকার কথা নয়।

লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কমরেড বিমান বসু আমাকে ফোন করে লোকসভা নির্বাচনে একসাথে কিছু করা যায় কি না— সে বিষয়ে আলোচনার কথা বলেন। দলীয় কাজে আমি কলকাতার বাইরে থাকার কারণে ফিরে গিয়ে এই বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে কথা হবে বলে ওনাকে জানাই। তারপর থেকে গত ৫ এপ্রিল সাংবাদিক সম্মেলন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে আর কোনও ধরনের যোগাযোগ হয়নি।

দ্বিতীয়ত, এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ২০১৪ সালের ১৬ অক্টোবর সিপিআই(এম)-এর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রকাশ কারাত আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের সাথে আলোচনার জন্যে কলকাতায় আসেন এবং দেশব্যাপী যুক্ত বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা হয়। এই আলোচনার ভিত্তিতেই সিপিআই(এম), সিপিআই, ফরোয়ার্ড ব্লক, আরএসপি, সিপিআই(এমএল) এবং এসইউসিআই(সি) এই ৬টি দলের বামজোট গড়ে ওঠে। এই জোটের পক্ষ থেকে কিছু বিবৃতি দেওয়া হয় এবং

দুয়ের পাতায় দেখুন

বন্ড দুর্নীতিতে যুক্ত দলগুলিকে পরাস্ত করা আপনার দায়িত্ব

ইলেক্টোরাল বন্ড দুর্নীতি সম্পর্কে যাঁরা জেনেছেন তাঁরা এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার। আর এক দল মানুষ আছেন যারা এই দুর্নীতি সম্পর্কে ওপর ওপর কিছু খবর শুনেছেন। তার ফলে এটিকে তাঁরা আর পাঁচটি দুর্নীতির মতোই একটি দুর্নীতি ভেবে নিয়ে অতখানি মাথা ঘামাচ্ছেন না। বুঝে উঠতে পারছেন না, একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে এই দুর্নীতি তাঁর জীবনকেও কতখানি সঙ্কটগ্রস্ত করছে এবং করবে।

সংসদীয় দলগুলি প্রায় সবাই ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন পুঁজিপতি গোষ্ঠী থেকে টাকা নিয়েছে। ২০১৯ থেকে '২৪ পর্যন্ত বন্ডের মাধ্যমে নেওয়া টাকার যে হিসাব পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ১২,৭৬৯ কোটি টাকা চাঁদার প্রায় অর্ধেক, ৬০৬০ কোটি চাঁদা পেয়েছে বিজেপি। ১৬১০ কোটি পেয়েছে তৃণমূল, কংগ্রেস পেয়েছে ১৪২২ কোটি। অর্থাৎ যারা কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় রয়েছে তারা বেশি পেয়েছে, অন্যরাও নানা অঙ্কের টাকা পেয়েছে।

এ কথা স্পষ্ট যে, সংসদীয় তথা ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলি পুঁজিপতি শ্রেণির টাকাতেই চলে। অর্থাৎ তাদের পার্টির খরচ চালানো, নেতাদের বিলাস-বৈভব এবং নির্বাচনে অঢেল যে খরচ তারা করে তা সবই আসে পুঁজিপতি শ্রেণির থেকে।

তিনের পাতায় দেখুন

কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী কমরেড ইসমত আরা খাতুনকে নিয়ে প্রচার মিছিল। কেন্দ্রের সর্বত্রই কমরেড খাতুন সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন, কথা বলছেন। প্রবল উৎসাহে মানুষ তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

বিজেপির 'বিকশিত ভারতে' বিকাশ কাদের !

- মাত্র ১ শতাংশ ধনীর হাতে জমা হয়েছে দেশের মোট সম্পদের ৪০.১ শতাংশ। দেশের ৫০ শতাংশ সব চেয়ে নিচের তলার মানুষের ভাগে জুটেছে মাত্র ৬.৪ শতাংশ। (দি ইকনমিক টাইমস, ২১ মার্চ, '২৪)
- ভারতে ৯০ ভাগ মানুষের যা সম্পদ সেই পরিমাণ সম্পদ রয়েছে মাত্র ৫৭ জন পুঁজিপতির।
- ২০১৮ সালে শিল্পপতি মুকেশ আম্বানির সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ৪৭ হাজার কোটি টাকা। ২০২৩ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৭ লক্ষ ৬৩ হাজার কোটি টাকা। তাঁর দৈনিক আয় ১৬৩ কোটি টাকা।
- গৌতম আদানির ছিল ১ লক্ষ ৭০ হাজার ২৩০ কোটি টাকার সম্পত্তি। এখন ৫ বছর পর তা বেড়ে হয়েছে ৬ লক্ষ ৫৪ হাজার কোটি টাকা। তাঁর দৈনিক আয় ১৬০০ কোটি টাকা।
- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ছেলের সম্পদ বেড়েছে ১৫ হাজার শতাংশ। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ নভেম্বর, '১৯)
- বিজেপি ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বাবা রামদেবেরও সম্পদ ২০১৩ সালে ছিল ১১০০ কোটি টাকা। এখন তা বেড়ে হয়েছে ৩০০০ কোটি টাকারও বেশি।
- বিদেশ থেকে সস্তায় কিনে শুধুমাত্র পেট্রল-ডিজেলের উপর ট্যাক্স বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৪-২০২২— এই ৮ বছরে আয় করেছে প্রায় ২৬ লক্ষ কোটি টাকা। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির এটি অন্যতম কারণ। তেল কোম্পানিগুলি গত বছর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরে ৭০ হাজার কোটি টাকা লাভ করেছে। (বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ২২ এপ্রিল '২২ এবং ইকনমিক টাইমস, ৫ ফেব্রুয়ারি '২৪)
- পুঁজিপতিদের বিগত ১০ বছরে ৫৫ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মকুব ও কনসেশন দিয়েছে মোদি সরকার। জনগণের উপর ট্যাক্সের বোঝা বাড়িয়েছে আর পুঁজিপতিদের উপর ট্যাক্স ৬ শতাংশ কমিয়েছে। প্রতি বছর ২৮.৩ লক্ষ কোটি কালো টাকা জমছে এবং বিদেশের ব্যাঙ্কে সঞ্চিত হচ্ছে যার এক পয়সাও সরকার উদ্ধার করেনি।
- দেশ-বিদেশ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ১,৬৯,৪৬, ৬৩৬, ৮৫ কোটি টাকা ঋণ করেছে যে ২০২৩ সালের বাজেটে ধারের প্রতি ১০০ টাকায় ৪০ টাকা ঋণ শোধ করতে যায়। মন্ত্রী-এমপি-এমএলএ-দের বেতন, ভাতা বেড়েই চলেছে। প্রত্যেকেই বেশ কয়েক কোটি টাকা সম্পত্তির মালিক। বাসভবন ও পার্লামেন্ট হাউস থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর শখের জন্য নতুন পার্লামেন্ট ভবন ও বাসভবন তৈরির জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা।
- কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি গত পাঁচ বছরে ১৪.৫ লক্ষ কোটি টাকা এবং শুধুমাত্র

সাতের পাতায় দেখুন

বিমান বসুর বক্তব্য বিস্ময়কর

একের পাতার পর

যৎসামান্য কিছু কর্মসূচি পালিত হয়। কিন্তু দেশব্যাপী কার্যকরী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নে আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বারবার সিপিআই(এম) নেতাদের কাছে চিঠি দিলেও তার কোনও উত্তর দেওয়া দূরের কথা, চিঠি প্রাপ্তির সৌজন্যটুকুও তাঁরা দেখাননি। বিশেষভাবে উল্লেখ্য ৬টি বামপন্থী দলের এই জোটের আন্দোলন প্রসঙ্গে এ-ও সিদ্ধান্ত হয়েছিল, 'দেশব্যাপী এই জোট যৌথ বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করবে।' কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ ৩৪ বছর সিপিআই(এম) ফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন জনস্বার্থবিরোধী অবাম নীতির কারণে সৃষ্ট জনরোষের ফলে পশ্চিমবঙ্গে আপাতত আমরা কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বামপন্থী দলগুলির যুক্ত আন্দোলনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করব। সেই ধরনের আন্দোলনের কর্মসূচিতে আজও আমরা সামিল আছি। এটা নিঃসন্দেহে এই কর্মসূচিগুলিতে পাশাপাশি থাকা বিমানবাবুরও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

তৃতীয়ত, ২০১৯-এর ৫ আগস্ট আমরা হঠাৎ লক্ষ করলাম, কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বিলোপ প্রসঙ্গে আমাদের সাথে কোনও আলোচনা ছাড়াই সিপিআই(এম) সহ বাকি ৫টি দল সংবাদমাধ্যমে যৌথ বিবৃতি দিল। বিমানবাবুর কাছে এর কারণ সরাসরি জানতে চাইলেও কোনও সদুত্তর আজও আমরা পাইনি। আসলে কংগ্রেসের সাথে নির্বাচনী জোট গড়বার স্বার্থেই ৬টি বামপন্থী দলের ঐক্যকে তারা নিজেরা ভেঙেছিলেন— এ কথা কি তাঁরা অস্বীকার করতে পারবেন? প্রায় অনুরূপ ভাবে গত শতাব্দীর সাতের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ইন্দিরা কংগ্রেসের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময়ে এসইউসিআই (সি)-র সাথে সিপিএম ঐক্য ভেঙেছিল।

চতুর্থত, নির্বাচনী লড়াই-এ আইএসএফ এবং কংগ্রেসের সাথে তাদের ঐক্য প্রসঙ্গে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য ও অবস্থান কোনও ভাবেই কমরেড বিমান বসু সহ অন্যান্য বাম দলগুলির নেতৃত্বের অজানা থাকার কথা নয়। কারণ, এ নিয়ে নানা ভাবে আলোচনাও হয়েছে।

আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, পুঁজিপতি শ্রেণির অন্যতম বিশ্বস্ত দল কংগ্রেস সবচেয়ে বেশি দিন কেন্দ্রীয় সরকারে থেকে জরুরি অবস্থা জারি সহ ফ্যাসিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, দুর্নীতির ঘৃণ্য রাজনীতির চর্চা করেছে—সেই কংগ্রেসের সাথে ঐক্য করে কেন্দ্রের ক্ষমতায় আসীন সাম্প্রদায়িক ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী আর একটি দল বিজেপির বিরুদ্ধে সত্যিকারের সংগ্রাম কোনও ভাবেই গড়ে উঠতে পারে না। একই ভাবে রাজ্য সরকারে আসীন দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ও অতীতের সরকারগুলির মতোই পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও যথাযথ লড়াইও সম্ভব নয়। অন্য দিকে, সিপিআই(এম)-কংগ্রেসের জোটের বিশ্বাসযোগ্যতাও তো ধুলোয় মিশে গিয়েছে সাগরদিঘি উপনির্বাচনে জোটে জেতা বিধায়কের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করার দ্বারা। আবার, যে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়বেন বলে তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্য করছেন—দুঃখজনক হলেও একটা কথা কি অস্বীকার করা যায় যে, গত লোকসভা নির্বাচনে 'আগে রাম পরে বাম'— এই ধরনের আওয়াজ তুলে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে তাঁরাই বিজেপির মতো শক্তির এতখানি উত্থানে সহায়তা করেছেন? একদিন পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রক্তস্নাত সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বামপন্থী আন্দোলনের গৌরব। নির্বাচনের স্বার্থে সেই কংগ্রেসের সাথে ঐক্য, এমনকি আইএসএফ-এর মতো শক্তির সঙ্গে ঐক্য গঠনের প্রচেষ্টার দ্বারা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যত কথাই তাঁরা বলুন—তা একদিকে বামপন্থার আদর্শকে জনসাধারণের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করছে এবং অপরদিকে প্রকৃত বামপন্থী মনোভাবাপন্ন কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষকে ভীষণভাবে ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

একজন বর্ষীয়ান নেতা হিসাবে কমরেড বিমান বসুর এই সমস্ত কিছুই অজানা থাকার কথা নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিক সম্মেলনে এস ইউ সি আই (সি) সম্পর্কে তাঁর বিবৃতি অপ্রত্যাশিত এবং আমাদের তা হতবাক করেছে। পশ্চিমবঙ্গের সকল মানুষকে, বিশেষ করে বামপন্থী রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখার জন্য আবেদন করছি।

মিড ডে মিল কর্মীদের ব্লক সম্মেলন

পূর্ব মেদিনীপুরে কোলাঘাট ব্লকে মিড-ডে মিল কর্মীদের বকেয়া বেতন অবিলম্বে দেওয়া, অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকাদের মতো অন্তত ৬৩০০ টাকা মাসিক বেতন সহ সরকারি কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি ও বেতন প্রভৃতি ১৩ দফা দাবিতে ২ মার্চ কোলাঘাট গার্লস স্কুলে এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের কোলাঘাট ব্লক শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি সনাতন দাস, জেলা নেত্রী শ্রাবন্তী মাজি প্রমুখ। সম্মেলন থেকে অঞ্জলি মান্নাকে সভাপতি, সোনালী দাস ও শামসুর বেগমকে যুগ্ম সম্পাদক করে একটি কমিটি গঠিত হয়। দুই শতাধিক মিড ডে মিল কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বৈষ্ণবনগর বিধানসভার গোলাপগঞ্জ বাজারে জনসংযোগ করছেন এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী কমরেড অংশুধর মণ্ডল

সৈনিক স্কুল আর এস এসের হাতে!

প্রতিবাদ সিপিডিআরএস-এর

দেশের সৈনিক স্কুলগুলিকে আরএসএস বিজেপির হাতে তুলে দেওয়ার বিরোধিতা করে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক ৬ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন,

২০২১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার পিপিপি মডেলের নামে ভারতের সৈনিক স্কুলগুলি চালানোর জন্য বেসরকারি সংস্থাগুলোর দরজা খুলে দিয়েছিল। এর ফলশ্রুতিতে, দেশের ৪০টি সৈনিক স্কুলের অধিকাংশই আরএসএস-বিজেপি এবং তার রাজনৈতিক শাখা সংগঠনগুলির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে একদিকে স্কুলগুলির ফি বেড়েছে বিপুল পরিমাণে, পাশাপাশি হিন্দুত্ববাদী ধর্মীয় অন্ধতার চর্চার অবাধ সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুপ্রবেশ বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছি।

কোলাঘাটে বিক্ষোভ অবস্থান

পূর্ব মেদিনীপুরে সোয়াদিঘি-গাজই-দেহাটি প্রভৃতি নিকাশি খাল অবিলম্বে সংস্কার, কোলাঘাটে পানীয় জল প্রকল্পের অব্যবস্থা দূরীকরণ, দেউলিয়া বাজারে আন্ডারপাস নির্মাণ, কোলাঘাট-যশাড় রুটে পুনরায় বাস চালু ও মেচেদা থেকে মেচগ্রামের দিকে রাত ৯টা পর্যন্ত বাস চালু রাখা, ভোগপুরে রেল স্টেশন সংলগ্ন স্থানে লেভেল ক্রসিং নির্মাণ সহ জনজীবনের বিভিন্ন দাবিতে ৬ মার্চ এসইউসিআই(সি) দলের কোলাঘাট ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে দেউলিয়া বাজারে বিক্ষোভ-অবস্থান কর্মসূচি হয়। তার আগে ব্লকের বিডিও-কে ১৫ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এরপর একটি বিক্ষোভ মিছিল হয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন কোলাঘাট ব্লক কমিটির পক্ষে মধুসূদন বেরা, নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, শঙ্কর মালাকার, বিশ্বরূপ অধিকারী।

ওষুধের দামবৃদ্ধি প্রতিবাদে তমলুকে বিক্ষোভ

কেন্দ্রীয় সরকার ১ এপ্রিল থেকে ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেসার, অ্যান্টিবায়োটিক, স্টেরয়েড সহ ৮০০টিরও বেশি অত্যাবশ্যক জীবনদায়ী ওষুধের দাম আবার অস্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। এর প্রতিবাদে সারা বাংলা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ৪ এপ্রিল তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ এবং জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরে তাঁদের স্মারকলিপি দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা আহ্বায়ক রামচন্দ্র সাঁতরা, প্রণব মাইতি, ডাঃ জয়দেব ঘড়া, দীপক জানা, নারায়ণ বর্মন, অর্জুন ঘোড়ই প্রমুখ।

তাঁরা আরও দাবি তোলেন, তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান, এক্স রে ও ইসিজি-র ব্যবস্থা প্রতিদিন চালু রাখতে হবে, এই হাসপাতালে পর্যাপ্ত সংখ্যায় নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করতে হবে এবং হোমিওপ্যাথি বিভাগ চালু করতে হবে। ওষুধের দামবৃদ্ধি সহ সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেওয়ার বিরুদ্ধে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিককে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তাঁরা।

গরমের ছুটি বাড়ানোর প্রতিবাদ

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির

নির্বাচন এবং তাপপ্রবাহের অজুহাতে ৬ মে থেকে রাজ্যের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে গরমের ছুটি এগিয়ে নিয়ে আসা এবং প্রথম দু'দফা ভোটের তিন দিন আগে থেকে স্কুল বন্ধ রাখার ঘোষণা করা হয়েছে। ১ এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি এক প্রেস বিবৃতিতে এর তীব্র প্রতিবাদ করে জানিয়েছে, বিগত বছরগুলির মতো এবারও গরমের ছুটি বাড়ানোর ক্ষেত্রে আবহাওয়া দপ্তর, শিশু বিশেষজ্ঞ সহ শিক্ষক সংগঠনের মতামতের কোনও তোয়াক্কা না করেই চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিকভাবে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। গরমের অজুহাতে প্রতি বছর দেড়-দু মাস করে স্কুল বন্ধ রাখার ফলে পড়াশোনার প্রচণ্ড ক্ষতি হচ্ছে। পরিণামে স্কুলছুট বাড়ছে। প্রয়োজনে সর্বত্র সকালে ক্লাসের ব্যবস্থা করা হোক।

হোসিয়ারি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি

হোসিয়ারি শ্রমিকদের গত চার বছরের ন্যূনতম মজুরি অনুসারে অবিলম্বে রেট বৃদ্ধির দাবিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে ১০ মার্চ বরদাবাড় প্রাইমারি স্কুলে এক শ্রমিক সভায় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের জেলা কমিটির উপদেষ্টা নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, সভাপতি মধুসূদন বেরা, সম্পাদক নেপাল বাগ প্রমুখ। তাঁরা বলেন, সর্বশেষ রেট বৃদ্ধি হয়েছিল ২০২১ সালে। এখনও ২০২১, ২০২২, ২০২৩ সালের ন্যূনতম মজুরি অনুসারে রেটবৃদ্ধি হয়নি। অবিলম্বে ওই রেটবৃদ্ধির দাবিতে রাজ্য শ্রম দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

বন্ড দুর্নীতিতে যুক্ত দলগুলিকে পরাস্ত করা আপনার দায়িত্ব

একের পাতার পর

ফলে বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, এই সব দলগুলি পুঁজিপতিদের কথাতেই ওঠে-বসে। তাদের স্বার্থেই কাজ করে, নীতি-নিয়ম-পদক্ষেপ সব তাদের স্বার্থেই গ্রহণ করে। এর ফলে জলাঞ্জলি যায় দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের স্বার্থ। ইলেক্টোরাল বন্ডের মধ্যে দিয়ে এই পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়াটাকেই আড়াল করতে চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে যা শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্যে এসেছে। এখন দেখা যাক, এই গোপন লেনদেন কী ভাবে জনজীবনকে প্রভাবিত করে।

বন্ড দুর্নীতি ও ওষুধের দামবৃদ্ধি

ওষুধ কোম্পানিগুলির কথাই ধরা যাক। নির্বাচন কমিশনের ১৪ মার্চ প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ৩৫টি ওষুধ কোম্পানি বন্ডের মাধ্যমে তাদের পছন্দের রাজনৈতিক দলগুলিকে দিয়েছে এক হাজার কোটি টাকার বেশি। এর মধ্যে সবেচেয়ে বেশি পেয়েছে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি। কেন দিয়েছে? সম্প্রতি ৮০০টি ক্ষতিকর ওষুধের বৃহত্তম বাজার হিসেবে ভারত চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। সেখানে নির্বাচনী তহবিলে ঘুরপথে ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলোকে এই বিপুল অঙ্কের টাকা ঘুষ দেওয়ার মধ্য দিয়ে দেশের কমপক্ষে ৩৫টি বৃহৎ ওষুধ কোম্পানির অসাধু ব্যবসার লাইসেন্স আজ আরও পাকাপোক্ত হল। পাশাপাশি হাসপাতালে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ওষুধ সরবরাহ বিপুল ভাবে কমিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে মানুষকে আজ বাধ্য করা হচ্ছে চড়া দামে বাজার থেকে নিম্নমানের ওষুধ কিনতে। ফলে আজ আমরা কেউ মনে করতে পারি না যে, ও ইলেক্টোরাল বন্ড নিয়ে যা হচ্ছে হোক, আমার তাতে কিছু যায় আসে না।

বন্ড দুর্নীতি ও বিদ্যুতের দামবৃদ্ধি

এ বার আসা যাক বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলির বন্ড কেনার কথায়। এ রাজ্যে বিদ্যুতের একচেটিয়া ব্যবসা করছে সিইএসসি। এই সংস্থাটি আরপিজি-সঞ্জীব গোয়েঙ্কা গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিয়েছিল সিপিএম সরকার। এই গোয়েঙ্কা গোষ্ঠী তাদের নানা শাখা-কোম্পানিগুলি মিলিয়ে বন্ডে তৃণমূলকে

গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের দাম বাড়ানোর ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ওষুধের দাম যথেচ্ছ বাড়ানোর সুযোগ কোম্পানিগুলি দিয়েই রেখেছে তারা। এ ছাড়া দেখা যাচ্ছে, ৭টি বড় কোম্পানি ওষুধের গুণমান পরীক্ষায় ফেল করার পরেই বন্ড কিনে টাকা দিয়েছে এবং যথারীতি ফেল করা ওষুধগুলো বাজারে রমরমিয়ে চলছে। এ নিয়ে বিস্তৃত ভাবে লেখা হয়েছে গত সংখ্যা গণদাবীতে।

এর ফল কী হয়েছে? আমরা যারা দেশের সাধারণ মানুষ তাঁরা বাজার থেকে চড়া দামে কিনে নিম্নমানের ওষুধ খেতে বাধ্য হচ্ছি। ফলে হয় রোগ সারছে না, না হলে সারতে দীর্ঘদিন সময় লাগছে। বহু মানুষ এই সব নিম্নমানের ওষুধ খেয়ে মারা যাচ্ছেন। মানুষের চিকিৎসা খরচের ৭০ থেকে ৮০ ভাগই খরচ হয়ে থাকে ওষুধ বাবদ। দেশের বাজার ইতিপূর্বেই নিম্নমানের এবং ক্ষতিকর ওষুধে ভর্তি হয়ে রয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে এইসব দিয়েছে ৪৪৪ কোটি টাকা। এই গোষ্ঠীর বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি হলদিয়া এনার্জি তৃণমূলকে দিয়েছে ২৮১ কোটি টাকা। আর এক শাখা কোম্পানি ধারিওয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিয়েছে ৯০ কোটি, পিসিবিএল দিয়েছে ৪০ কোটি, ক্রিসেন্ট পাওয়ার দিয়েছে ৩৩ কোটি টাকা। এই টাকা দেওয়ার ফল কী, পশ্চিমবঙ্গবাসী তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল সরকার নানা কায়দায় গ্রাহকদের বিলের অঙ্ক ১৪ বার বাড়িয়েছে। তাই বিদ্যুতের দাম দেশের মধ্যে এ রাজ্যে এতখানি চড়া। আবার কয়লার দাম যখন অর্ধেক হয়ে গেল এবং জিএসটি কমে ৫ শতাংশ হল, এর ফলে যখন বিদ্যুতের দাম কমে অর্ধেক হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরাও বলছেন, তখনও দ্বিগুণ দাম জনগণের ঘাড় ভেঙে দিব্যি আদায় করে চলেছে সিইএসসি। অর্থাৎ শাসক দলের ফান্ডে টাকা ঢালো আর যত খুশি দাম বাড়াও। আবার যেহেতু গোয়েঙ্কারা দেশ জুড়ে এবং বিদেশেও ব্যবসা করে তাই বিজেপিকেও তারা বঞ্চিত করেনি। হলদিয়া এনার্জি বিজেপিকে দিয়েছে ৮১ কোটি টাকা।

লটারির রমরমা

লটারি ব্যবসার 'মুকুটহীন সম্রাট' স্যান্টিয়াগো মার্টিনের সংস্থা ফিউচার গেমিংয়ের কথাই ধরা যাক। এই সংস্থাটিই নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলিকে সবচেয়ে বেশি টাকা দিয়েছে (১৩৬৮ কোটি টাকা)। এরা তৃণমূলকে দিয়েছে সব চেয়ে বেশি— ৫৪২ কোটি টাকা। উল্লেখ্য এ রাজ্যে ফিউচার গেমিংয়ের লটারির রমরমা ব্যবসা। অন্য যে রাজ্যগুলিতেও তারা চুটিয়ে ব্যবসা করছে সে রাজ্যের শাসক দলগুলি যেমন তামিলনাড়ুর ডিএমকে পেয়েছে ৫০৩ কোটি, অন্ধ্রপ্রদেশের শাসক দল ওয়াইএসআর কংগ্রেস পেয়েছে ১৫৪ কোটি টাকা। অন্য দিকে ফিউচার বিজেপিকে দিয়েছে ১০০ কোটি টাকা, কংগ্রেসকে ৫০ কোটি টাকা।

এ কথা আজ কে না জানে যে, একেবারে দরিদ্র মানুষটি পর্যন্ত তার আয়ের একটা ভাল অংশ লটারির পিছনে খরচা করে। সবাই জানেন, সামান্য কয়েক জন লটারিতে টাকা পায়, বহুগুণ বেশি মানুষ টাকা হারায়। লটারি ব্যবসা থেকে যে বিপুল পরিমাণ মুনাফা করলে শাসক দলগুলিকে এমন দেদার ঘুষ দেওয়া যায় সেই টাকা তো বাস্তবে দেশের গরিব-সাধারণ মানুষেরই টাকা।

ঘুষের বিনিময়ে অযোগ্য সংস্থাও কাজের বরাত পেয়েছে

নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, কর্পোরেট সংস্থাগুলি শাসক দলগুলিকে টাকা দিয়ে বিপুল পরিমাণ কাজের বরাত জোগাড় করেছে। প্রকাশিত সংবাদে দেখা যাচ্ছে, ৩৮টি কর্পোরেট গোষ্ঠী বন্ডের মাধ্যমে বিজেপিকে অনুদান দিয়ে ১৭৯টি বড় কাজের বরাত বা প্রকল্পে কাজ শুরুর অনুমতি পেয়েছে। সেই কাজের অর্থমূল্য ৩.৮ লক্ষ কোটি টাকা। তার বদলে তারা বন্ডের মাধ্যমে ২,০০৪ কোটি টাকা চাঁদা দিয়েছে। আর একটি তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ৪১টি কর্পোরেট সংস্থায় ৫৬ বার ইডি, সিবিআই ও আয়কর দফতর হানা দিয়েছে। তারা বিজেপিকে বন্ডের মাধ্যমে ২,৫৯২ কোটি টাকা দিয়েছে। তার মধ্যে ১,৮৫৩ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা হানার পরে। রাজনৈতিক দলকে চাঁদা দিয়ে কর্পোরেট সংস্থাগুলি যে সরকারি প্রকল্পের বরাত পেয়েছে, সেই প্রকল্পের টাকা সাধারণ মানুষের দেওয়া করের টাকা থেকেই এসেছে। তা ছাড়া এ ভাবে টাকা দিয়ে বহু অযোগ্য সংস্থা কাজের বরাত জোগাড় করেছে। এর ফল হিসাবে, সংস্থাগুলি যে কাজ করছে তা যেমন নিম্নমানের তেমনই রাস্তা, ব্রিজ, অন্যান্য নানা নির্মাণ কাজ করতে করতে বা কাজ শেষ হওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই ভেঙে পড়ছে।

স্বচ্ছ ভোট প্রক্রিয়া ব্যাহত করছে পুঁজিপতিদের টাকা

সব শেষে আসা যাক, ইলেক্টোরাল বন্ডের টাকা ভোটে খরচ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে। বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল সহ শাসক দলগুলি ভোটের সময় যে দেদার টাকা প্রচারের পিছনে খরচ করে, টাকা ছড়িয়ে ভোট কেনে, উপহারের নাম করে বহুমূল্যের সামগ্রী ভোটারদের হাতে তুলে দেয়, সেই টাকা তো পুঁজিপতিদের থেকে এই ভাবে পাওয়া। দেখা যাচ্ছে, একটি দল যত দুর্নীতিগ্রস্ত হোক, তার নেওয়া নীতিগুলি যত জনস্বার্থবিরোধী তথা মালিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী হোক, ভোটের সময় টাকা দিয়ে টিভিতে, খবরের কাগজে, সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের জৌলুসে মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে, মদ-মাংস থেকে শুরু করে নানা অঙ্কের টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে জিতে যাচ্ছে। এর ফলে ভোটে প্রকৃত জনমতের প্রতিফলন ঘটছে না। আবার এই ভাবে টাকা ছড়িয়ে যুব সমাজের একটি অংশকে তারা যেমন ভোটের প্রচারে ব্যবহার করছে, তেমনই ভোটের দিন জাল ভোট দিতে, বুথ জ্যাম করতে, এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করতে ব্যবহার করছে। এর ফলে যে নির্বাচনকে গণতন্ত্রের উৎসব বলা হয়, সেখানে জনগণের অংশগ্রহণই সবচেয়ে বেশি ব্যাহত হয়। অন্য দিকে, যে দল সততার সঙ্গে, নীতির ভিত্তিতে জনগণের স্বার্থ নিয়ে লড়াই করতে করতে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে, প্রচারের জৌলুসে তারা চাপা পড়ে যাচ্ছে। ফলে জনগণ না চাইলেও জনস্বার্থের প্রতিনিধিদের পরিবর্তে দুর্নীতিগ্রস্ত, জনস্বার্থবিরোধী প্রতিনিধিরাই নির্বাচিত হচ্ছে। তাই সচেতন প্রতিটি নাগরিক ইলেক্টোরাল বন্ড দুর্নীতিতে গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন। এই দুর্নীতিতে জড়িত প্রতিটি দলকে পরাস্ত করা আজ সচেতন নাগরিক মাত্রেরই দায়িত্ব।

পিএমপিএআই-এর মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন

প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্রাক্টিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (পিএমপিএআই) মুর্শিদাবাদ জেলার চতুর্থ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ১০ মার্চ মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের হিজল হলে। সভাপতিত্ব করেন বর্তমান সভাপতি ডাঃ গোলাম জিকরিয়া।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ডাঃ তরুণ মণ্ডল, ডাঃ নীলরতন নাইয়া, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ রবিউল আলম এবং অন্যান্য বিশিষ্ট চিকিৎসকবৃন্দ। জেলার ২৬টি ব্লক থেকে ১০০০ জন উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ সামসুল হককে সভাপতি, গোলাম রসুলকে সম্পাদক, সুজিত মণ্ডলকে কোষাধ্যক্ষ এবং বিপ্লব রায়কে অফিস সম্পাদক করে ৮৫ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

মধ্যপ্রদেশে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার

জবলপুর কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড শচীন জৈন-এর সমর্থনে প্রচার করছেন দলের কর্মীরা (ওপরে)। গোয়ালিয়র কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড রচনা আগরওয়াল এলাকায় সাধারণ মানুষকে নিয়ে বৈঠক করছেন (মাঝে)। প্রচার চলছে ট্রেনের মধ্যে।

নির্বাচনী প্রচার

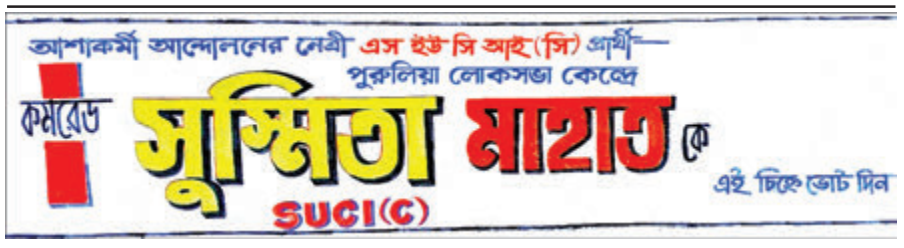

হরিপুরে নির্বাচনী সভা

মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের দাঁতন-২ ব্লকের হরিপুরের স্কুলবাজার মোড়ে ৩১ মার্চ নির্বাচনী সভা হয়। তার আগে সমগ্র বাজার ও পূয়াঁ-হরিপুর এলাকা জুড়ে সুসজ্জিত মিছিল হয়। দলের প্রার্থী কমরেড অনিন্দিতা জানা মিছিলে সামিল হন ও সভায় বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন হরিপুর লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড ডাঃ তারাপদ মিশ্র। বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা কমরেড সন্তোষ জানা। প্রধান বক্তা ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক কমরেড তুষার জানা। দুশোর বেশি মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

গোকর্ণীতে স্বাস্থ্য আন্দোলনের জয়

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় গোকর্ণী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২৪ ঘন্টা ডাক্তার, নার্স, প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ নিয়মিত রাখা, হাসপাতালের গেট, বাউন্ডারি ওয়াল, জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন, হাসপাতালে রোগীদের প্রতীক্ষালয় ও শৌচালয়ের দাবিতে আন্দোলন সম্প্রতি জয়যুক্ত হয়েছে।

হাসপাতালটি তৈরি হয়েছিল স্বাধীনতার দু-এক বছর পরেই। শুরুতে হাসপাতালে কয়েকটি বেড ছিল, প্রসূতি মায়েদের ডেলিভারির ব্যবস্থা ছিল, ২৪ ঘন্টা ডাক্তার থাকতেন। নার্স, গ্রুপ-ডি কর্মী, ডাক্তারদের থাকার কোয়ার্টার ছিল। রাতে সাধারণ মানুষ এসে ডাকলে ডাক্তাররা চিকিৎসা করতেন। পূর্বতন সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের আমলে এই হাসপাতালটির বেড তুলে দেওয়া হয়। তারপর একের পর এক ডাক্তার, নার্স তুলে নিয়ে, হাসপাতালের জমি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে ব্যবহার করে, হাসপাতালের পরিষেবার অবনমন ঘটিয়ে হাসপাতাল তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছিল। এর বিরুদ্ধে আন্দোলনও চলছিল।

তারই ধারাবাহিকতায় গত ডিসেম্বরে গড়ে ওঠে গোকর্ণী-যুগদীয়া হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা প্রস্তুতি কমিটি। কমিটির নেতৃত্বে এলাকায় গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। স্বাক্ষরিত দাবিপত্র নিয়ে ৭ মার্চ বিএমওএইচ-এর কাছে ও ১১ মার্চ বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পাড়ায় পাড়ায় মানুষকে, বিশেষ করে মহিলাদের সংগঠিত করে ছোট ছোট কমিটি গঠন করা হয়। ২৮ মার্চ একটি মিছিল হয়, যাতে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

আন্দোলনের চাপে ২৯ মার্চ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার আসেন এবং রোগী দেখেন। এই জয়ে কমিটির পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে অভিনন্দন জানানো হয়।

কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, একটি দাবি আদায় হলেও আগামী দিনে হাসপাতালের পরিকাঠামো ও পরিষেবার উন্নয়ন, আগের মতো বেড চালু, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২৪ ঘন্টা ডাক্তার-নার্স থাকার দাবিতে আন্দোলন চলতে থাকবে।

আমেরিকার পার্টি অফ কমিউনিস্টসের কংগ্রেস উপলক্ষে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠালেন

কমরেড প্রভাস ঘোষ

এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিতব্য আমেরিকার পার্টি অফ কমিউনিস্টস ইউএসএ (পিসিইউএসএ)-এর চতুর্থ কংগ্রেসের সাফল্য কামনা করে সাধারণ সম্পাদক কমরেড অ্যাঞ্জেলো ডি'অ্যাঞ্জোলেকে পাঠানো এক বার্তায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন,

এ বছর এপ্রিলে আপনাদের দলের চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমরা আনন্দিত। আমরা আনন্দিত এ কথা জেনেও যে, সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল যে দেশ, তার ভিতরে আপনাদের মতো একটি কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে শ্রমজীবী শ্রেণিকে সংগঠিত করে সমাজের আমূল বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করে চলেছে।

এমন একটা সময়ে আপনারা পার্টি কংগ্রেস আয়োজন করতে চলেছেন যখন গোটা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া গভীর সঙ্কটে ডুবে রয়েছে। শুধু অর্থনৈতিক সঙ্কট নয়, জনসাধারণের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র আজ সঙ্কটে জর্জরিত। এরই প্রতিক্রিয়ায় প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশে সাধারণ মানুষ প্রায় প্রতিদিন নির্মম রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন অগ্রাহ্য করে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছেন। আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলিও ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু যথার্থ ও সংগঠিত কমিউনিস্ট নেতৃত্বের অনুপস্থিতির কারণে এই গণবিক্ষোভগুলি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছে না।

বিশ্বজোড়া আধিপত্য বজায় রাখা ও সমর-শিল্পকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ন্যাটো যুদ্ধজোটকে সঙ্গে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনে এবং প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে গাজায় ছায়াযুদ্ধে সামিল হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ নিহত হচ্ছে, শত শত গ্রাম-শহর ধ্বংস হচ্ছে।

মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন জয়ী হওয়ার পর ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বিপ্লবী সংগ্রামের জোয়ার সৃষ্টি হয়। মহান মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে সফল চিন বিপ্লব বিশ্ব জুড়ে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে উৎসাহিত করে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৫৩ সালে মহান স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ১৯৫৬ সালে সিপিএসইউ-এর ২০তম কংগ্রেসে বিশ্বাসঘাতক ক্রুশ্চেভ ব্যক্তিপূজার বিরোধিতার নামে কমরেড স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে কুৎসিত আক্রমণ হানে। আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এ যুগের অন্যতম প্রধান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ সেই ১৯৫৬ সালেই হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, এই আক্রমণে মহান স্ট্যালিনের অথরিটি ক্ষুণ্ণ হবে, পরিণামে মহান লেনিনের মর্যাদাহানি ঘটবে এবং লেনিনবাদের বিপ্লবী মর্মবস্তু ধ্বংস করা হবে। দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, ঠিক সময়ে সংশোধনবাদের স্রোত আটকাতে না পারলে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে শোধনবাদের অনুপ্রবেশ এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রতিবিপ্লব ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। কিন্তু সেই সময়ে আমাদের দলের প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক শক্তি না থাকায় বিশ্বের কমিউনিস্টদের এই আশঙ্কার কথা আমরা শোনাতে পারিনি।

এ কথা সকলেই জানেন যে, এরই পরিণামে বিপর্যয় নেমে এসে কীভাবে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। কিন্তু আশার কথা, বিশ্বের দেশে দেশে আবার নানা কমিউনিস্ট পার্টি ও গোষ্ঠী গড়ে উঠছে। যদি সেই শক্তিগুলি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের সঠিক উপলব্ধি ও তার ভিত্তিতে বর্তমান পরিস্থিতিতে তার সঠিক প্রয়োগ করতে পারে, তবে তারা শ্রমজীবী জনগণকে আন্দোলনের সঠিক দিশা দেখাতে পারবে এবং আবার একটি দুর্দান্ত শক্তি হয়ে উঠতে পারবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যুদ্ধ ও যুদ্ধ-উত্তেজনা সৃষ্টির সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টদের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যের ভিত্তিতে যুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করার প্রয়োজন দিনে দিনে বাড়ছে।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে ভারতে আমাদের দল সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম ও শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তোলার পাশাপাশি সংশোধনবাদ ও ছদ্ম কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে দলের ভিতরে উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে নেতা-কর্মীদের কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের সংগ্রাম চলছে। এই পথেই জনগণের ক্রমবর্ধমান সমর্থনে আমাদের দলের সাংগঠনিক বৃদ্ধি ঘটে চলেছে। এই সংগ্রামে আপনাদের পার্টি সহ বিভিন্ন দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সহযোগিতা ও সমর্থন আমরা আশা করি। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশ ঘটানো ও শক্তিশালীর করার যে আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে, তা কার্যকর করতে আমরা আপনাদের সহযোগী হতে চাই।

আমাদের মতবিনিময় চলুক। আপনাদের পত্রপত্রিকা, বিবৃতি ও কংগ্রেসের দলিল আমাদের পাঠান। আমরাও তাই করব। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

ঝাড়খণ্ডে শহিদ স্মরণে ছাত্রছাত্রীরা

স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বলিষ্ঠ নেতা ভগৎ সিং-শুকদেব-রাজগুরুর শহিদ দিবস ঝাড়খণ্ড রাজ্য জুড়ে গভীর মর্যাদায় পালন করল এআইডিএসও। এই উপলক্ষে ২৩ মার্চ জামশেদপুর, ঘাটশিলা, পোটকা, রাঁচি, পশ্চিম সিংভূম, সরাইকেলা-খরসাওয়াঁ, গঢ়ওয়া, বোকারো সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, পথসভা, গণসঙ্গীত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও তাঁদের জীবনসংগ্রাম চর্চায় সামিল হন ছাত্রছাত্রীরা। কর্মসূচিগুলিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য ও জেলাস্তরের নেতৃবৃন্দ সহ স্কুল ও কলেজের অসংখ্য ছাত্রছাত্রী।

কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে শ্রমিক নেত্রী ইসমত আরা খাতুনের প্রচারে বিপুল সাড়া

অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রার্থী বিশিষ্ট শ্রমিক নেত্রী কমরেড ইসমত আরা খাতুন। পারিবারিক সূত্রে ছাত্রাবস্থাতেই রাজনীতিতে তাঁর প্রবেশ। গ্রামে স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি কলকাতার যোগমায়া দেবী কলেজে ভর্তি হন। ছাত্র আন্দোলনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তিনি কলেজে এআইডিএসও পরিচালিত ছাত্রী সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। কলেজ শেষ করার পর পরিবহনের ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, প্রথম শ্রেণি থেকে ইংরেজি চালুর সফল আন্দোলনে, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে জমি রক্ষার আন্দোলনে, সাংবাদিক নিগ্রহের বিরুদ্ধে এবং নিজের বাসস্থান এলাকার সার্বিক উন্নয়নের দাবিতে আন্দোলনগুলির প্রথম সারিতে থেকে নেতৃত্ব দেন। বর্তমানে তিনি আশাকর্মী, আইসিডিএস, অঙ্গনওয়াড়ি, মিড-ডে মিল সহ সমস্ত স্কিম ওয়ার্কারদের একজন লড়াকু ও জনপ্রিয় নেত্রী। বর্তমানে কমরেড খাতুন পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা এবং স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদিকার দায়িত্ব পালন করছেন।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের জনবিরোধী নীতি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের এই প্রার্থী শক্তিশালী প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েই নির্বাচনে লড়ছেন। স্বাভাবিক ভাবেই সর্বত্র তিনি একজন যোগ্য প্রার্থী হিসাবে জনগণের বিপুল সমর্থন পাচ্ছেন।

ত্রিপুরা-পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড অরুণ কুমার ভৌমিক ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষের কাছে দলের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন

শ্রীরামপুর কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড প্রদ্যুৎ চৌধুরীর দেওয়াল লিখন

পাঠকের মতামত

বেআইনি বন্ডের টাকায় নির্বাচন স্বচ্ছ হয় কী করে?

অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে যে প্রশ্নটা সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মহলকে ভেবে দেখতে হবে বলে মনে করি তা হল, যে নির্বাচনী বন্ডকে সুপ্রিম কোর্টের ৫ বিচারপতির বেঞ্চ 'অসাংবিধানিক' বলে অভিহিত করেছে, সেই নির্বাচনী বন্ডের সবকিছুকে অক্ষত রেখে, অর্থাৎ যেমন চলছে তেমন চলতে দিয়ে, তার উপর কিছু সমালোচনার চাদর চড়িয়ে কি এই নির্বাচন স্বচ্ছ হতে পারে?

নির্বাচন যেহেতু একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া, তাই অসাংবিধানিক নির্বাচনী বন্ড যা নির্বাচনকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ বাইরে নিয়ে গিয়ে পুঁজিতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণকে নিরঙ্কুশ করবে, যে বন্ড 'চান্দা দো, ধান্দা লো' আদর্শে সম্পৃক্ত, তাকে অক্ষত রেখে এ নির্বাচন স্বচ্ছ হতে পারে কি? এদিকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর স্বামী অর্থনীতিবিদ পরাকলা প্রভাকরের মতে, বিশ্বের সবচেয়ে বড় আর্থিক কেলেঙ্কারি হল ইলেক্টোরাল বন্ড। অভিযোগটা কি ফেলে দেওয়ার মতো? এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন দেখছি নির্বিকার। যেন কিছুই ঘটছে না— এমন একটা ভাব। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বাধ্য হয়ে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বন্ডের তথ্য নিয়ে তা কেবল প্রকাশ করে কমিশন দায়িত্ব শেষ করেছে। এর ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকল কি বিসর্জিত হল এ নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না।

একটা ন্যূনতম গণতান্ত্রিক আবহেও যদি কোনও নির্বাচনকে পরিচালিত করতে হয় তবে নির্বাচন পরিচালকদের কর্তব্য হওয়া উচিত, যে সমস্ত রাজনৈতিক দল অন্যায় পথে ধনকুবেরদের টাকা নিয়ে অর্থ শক্তির জোরে নির্বাচনে অন্যদের টেক্কা দিয়ে বাজিমাৎ করতে চাইছে তাদের প্রকাশ্যে তা ফেরত দিতে বাধ্য করা। যদি কেউ ফেরত দিতে সম্মত না হয়, কমিশনের উচিত তাকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে না দেওয়া। কেন না, নির্বাচনের মতো দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করার আগে সব প্রতিযোগীদের তো এক লাইনে দাঁড় করাতে হবে। সে সবের ছিটেফোঁটাও দেখছি না নির্বাচন কমিশনের এ যাবত বিবিধ কার্যক্রমে। এরপরও নির্বাচন কমিশন বলছে 'ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার' ইলেকশন করতে তারা বদ্ধপরিকর।

এ জন্য আদর্শ আচরণবিধিরও লম্বা ফিরিস্তি। গোড়াতে এই নির্বাচনকে প্রভাবিত করার এক অসাংবিধানিক ব্যবস্থাকে বহাল তবিয়তে চলতে দিয়ে 'ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার' ইলেকশনের লক্ষ্যে এই আদর্শ আচরণবিধি যত কঠোরভাবেই বলবৎ হোক না কেন, তার কোনও মূল্য থাকে কি?

গৌরীশঙ্কর দাস
খড়গপুর

* * *

ফুটুক প্রশ্ন, প্রতিবাদ, শ্লেষ

আপনি যখন বাজারে গিয়ে সবজিটা হাতে নিয়ে দেখেও রেখে দিচ্ছেন দামের জন্য, অথবা, মায়ের একটা ওষুধ কিনবেন কি কিনবেন না, ভাবছেন— কারণ, মাসের শেষে পকেটের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, তখন অনন্ত আম্বানির ৫ মিলিয়ন ডলারের হাতঘড়িটা দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন মার্ক জুকারবার্গের স্ত্রী।

আপনি যখন ছেলের ডাক্তারি পড়ার প্রচণ্ড ইচ্ছেকে ধামাচাপা দিয়ে এবারেও তাকে কোচিংয়ে দিতে পারলেন না, আর্থিক কারণেই। তখনই ১ কোটি টাকার গাউন পরে আবির্ভূত হচ্ছেন আম্বানি পরিবারের নববধূ। টিভি খুললেই, বা ফেসবুকের রিলস-এর দিকে তাকালেই আপনি দেখতে পাচ্ছেন বৈভব আতিশয্য আর ধনের নির্লজ্জ দেখনদারি। আবার এই দেখতে দেখতে নিজের অবস্থার সঙ্গে নিজের অজান্তেই তুলনা করে ফেলে যাতে আপনার বিস্ময় হঠাৎ বিরক্তি বা রাগে পরিণত না হয়, তাই মাঝে মাঝে দেখানো হচ্ছে অনন্ত আম্বানির নৈতিক চরিত্র, স্বচ্ছ ভাবমূর্তি প্রমাণ করার জন্য কিছু ইন্টারভিউ, নীতা আম্বানির ফিল্যানথ্রপি আর মুকেশ আম্বানির 'ডাউন টু আর্থ' আচরণ। সারা দেশের মেজো-বড়-বিরাট মাপের সেলিব্রিটিদের আশ্রয়স্থল তখন গুজরাটের জামনগর। এত ব্যস্ত সব তারকারা, যাদের ডেট পেতে মাস থেকে বছর পেরিয়ে যেতে পারে, আম্বানি পরিবারের বিয়েতে তাদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো।

এখন এই কথা কেন বলছি? উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবারের জাঁকজমক ভারা বিয়ের অনুষ্ঠান, যাকে সোস্যাল মিডিয়ার ভাষায় 'বিগ ফ্যাট ওয়েডিং' বলে, তা দেখতে আমরা তো অভ্যস্ত! কই তখন তো এই প্রশ্ন করি না! বরং কব্জি ডুবিয়ে সেখানে খেয়ে আসি। নিশ্চয় আসি। কিন্তু প্রথমত, এটা বলা বাহুল্য আমাদের আশেপাশে বিগ ফ্যাট ওয়েডিংয়ের থেকে আম্বানিদের আতিশয্য ধারে-বহরে অতুলনীয় এবং দ্বিতীয়ত, সাধারণ পরিবারের ছেলে বা মেয়ের বিয়েটা হয় বহু বছরের আকাঙ্খা আর সঞ্চয়ের মধ্যে দিয়ে। তার সঙ্গে এই ভয়ঙ্কর বৈভব প্রদর্শনের তুলনা চলে না। ভুলে গেলে বা না বুঝলে চলবে না, এই ধনকুবেরদের ধনরাশির মধ্যে জমে রয়েছে সারা দেশের ৯০ শতাংশ খেটে খাওয়া জনতার রক্ত, ঘাম বা চোখের জল। আছেই। ঠিক সে জন্যই অতিমারি পরবর্তী সংকটে এই দেশের অধিকাংশ মানুষ যখন সবদিক থেকে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে, প্রচণ্ড আর্থিক অনটনে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে, তখন মুকেশ আম্বানি আর ভারতের বিলিয়োনিয়রদের সম্পত্তি বেড়েছে কয়েকশো গুণ। ভুলে গেলে চলবে না দেশের সরকারি মদতেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য সমস্ত পরিষেবাতে থাবা বসাচ্ছে কর্পোরেট পুঁজি। মনে রাখতেই হবে মুকেশ আম্বানির পুত্রের ১২৬০ কোটি টাকার প্রি-ওয়েডিংয়ের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে একই দেশের সহনাগরিক মরছে ক্ষিদের জ্বালায়, গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্সে নেমেই চলেছে আমাদের দেশ। তাই প্রশ্ন করুন, বিস্মিত ওই দুটো চোখে এবার ফুটুক শ্লেষ, প্রতিবাদ আর প্রশ্ন। একই সঙ্গে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিন সেই সব রাজনৈতিক দলগুলির দিকেও যারা এমন সব কর্পোরেট পুঁজির থেকে টাকা নিয়ে ভোট করতে নামে।

ডাঃ নয়ন পাঠক
কলকাতা

* * *

গণদাবীর অপেক্ষায়

"আপনাকে গতকাল তিন তিন বার খোঁজ করেছি এখানে, পেলাম না কেন?"

বাওয়ালি সখের বাজার, সকাল আটটা। রীতিমতো অভিমানের সুরে অভিযোগ করলেন স্থানীয় এক মধ্যবয়স্ক মানুষ। দীর্ঘদিন তিনি সিপিএম দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

কথা বলতে গিয়ে জানালাম, গণদাবী এসে পৌঁছতে দেরি হওয়ায় আগের দিন আসতে পারিনি।

রবিবার সকালে ঘন্টা দুয়েক বাজারে গণদাবী দেওয়া, নানা জনের সঙ্গে কথাবার্তার আদান প্রদান— এটা দীর্ঘ বছর ধরে চলে আসছে। কথা বলতে বলতে জানা গেল, উনি হাওড়ায় যখন থাকতেন, তখন আন্দুলে নিজের ঝালাইয়ের দোকানে প্রতি সপ্তাহে গণদাবী পেতেন। বছর দুই হল এখান থেকে নেন।

বললেন, ছেলেরা বাড়িতে খবরের কাগজ আনে, কিন্তু তোমাদের এ কাগজে রাজনীতির যে কথা থাকে তার ছিটেফোঁটাও ওইসব কাগজে থাকে না, বরং মূল রাজনীতিটা ওরা গুলিয়ে দিতে চায়।

কথায় কথায় এলাকার রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের প্রসঙ্গ টেনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বামপন্থী ঝান্ডা তুলে ধরার, তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়ার তো আর অন্য কেউ নেই।

খুব আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলেন, ভোটে এখানে তোমাদের দলের প্রার্থী থাকছে তো? মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে গভীর আবেগ নিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরলেন।

বাসুদেব কাবড়ি
বাওয়ালি, বজবজ

কংগ্রেসকে কী করে ভোট দিই!

হাতিবাগানে নলিন সরকার স্ট্রিট যেখানে অরবিন্দ সরণিতে এসে পড়েছে সেই মোড়টাতেই দেওয়াল লিখন চলছিল এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী ডাঃ বিপ্লব চন্দ্রের সমর্থনে। আমরা আট-দশ জন তরুণ ছেলেমেয়ে হইহই করে লিখছি একটি বড় দেওয়াল। অফিস ফেরত আমাদেরই একজন পিঠে ব্যাগ নিয়েই তুলি ধরে বললেন, আমি কিছুটা লিখি। এমন সময় একটা বাইক এসে দাঁড়াল। আরোহী এক তরুণ, সঙ্গে দুই শিশু।

কাদের দেওয়াল লেখা হচ্ছে? বললাম, এস ইউ সি আই কমিউনিস্টের। জানেন তো, উত্তর কলকাতা কেন্দ্রের একমাত্র বামপন্থী প্রার্থী ডাক্তার বিপ্লব চন্দ্র।

— ও, আমি ভাবলাম সিপিএমের।

— সিপিএমের? সিপিএম তো এ বার উত্তর কলকাতায় প্রার্থী দেয়নি। ছেড়ে দিয়েছে কংগ্রেসকে।

বললেন, ও, শেষ পর্যন্ত এটাই হল! দলের এই লাইন আমি কোনও মতেই মানতে পারিনি। এমন প্রস্তাব শুনেই আমি জোনাল নেতৃত্বের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি। তাঁরা বললেন, তাঁদেরও অনেকেরই এতে মত নেই। কিন্তু এটা ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত, তাই কিছু করার নেই। যুবকটি দুঃখের সঙ্গে বললেন, সারা জীবন কংগ্রেস রাজনীতির বিরোধিতা করে এলাম। এই কংগ্রেসই দেশের বর্তমান করুণ পরিস্থিতির জন্য অনেকখানি দায়ী। এখন সেই কংগ্রেসকে ভোট দিতে হবে? আমি এটা কোনও মতেই পারব না!

বললেন, আমাদের বামপন্থী পরিবার। বাবা-কাকারা কংগ্রেস আমলে মার খেয়েছেন, পাড়া ছাড়া হয়েছেন। কত বামপন্থী কর্মীকে কংগ্রেসি গুন্ডারা খুন করেছে! বলুন তো, এরপরেও কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া যায়? তাঁর চোখেমুখে ক্ষোভ ও বেদনা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

বললাম, শুধু পুঁজিপতিদের বিশ্বস্ত একটি দলের সঙ্গেই নয়, ধর্মভিত্তিক একটি সংগঠনের সঙ্গেও তাঁরা জোট গড়ার চেষ্টা দীর্ঘদিন চালিয়েছেন এবং এর দ্বারা পশ্চিমবাংলার মতো একটি রাজ্যে তাদের জায়গা করে দিচ্ছেন সিপিএম নেতৃত্ব। তিনি ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। বললেন, দলটা আর আদৌ বামপন্থী আছে কি না আমার সন্দেহ হয়।

বললাম, আমরা তো চেয়েছিলাম বামপন্থীরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলুক। তারপর নির্বাচন এসে গেলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়ুক।

তিনি গভীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, সেটা হল না কেন?

বললাম, কী করে হবে, কংগ্রেস এবং সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সঙ্গ তো তাঁরা ছাড়তে চাইলেন না স্রেফ ভোটের হিসেব করে। এমন জোটে তো কোনও সত্যিকারের বামপন্থী দল যুক্ত হতে পারে না।

বললেন, সে তো অবশ্যই।

কোথায় থাকেন জিজ্ঞেস করায় নিজের নাম-ঠিকানা দিয়ে বললেন, যোগাযোগ করবেন। বললাম অবশ্যই করব।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর মুখ। হতাশার মাঝে যেন আশার ঝলক দেখতে পেলেন।

প্রচার করতে গিয়ে এমন বহু মানুষেরই দেখা পাচ্ছেন দলের কর্মীরা যাঁরা সিপিএম নেতৃত্বের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ এবং ব্যথিত। তাঁদের সারা জীবনের বিশ্বাস এবং স্বপ্নকে যে এই নেতারা দু-পায়ে মাড়িয়ে যাচ্ছেন! একই সঙ্গে তাঁরা এস ইউ সি আই-কমিউনিস্টের সংগ্রামী ভূমিকায় তাঁদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন দেখতে পাচ্ছেন। তাই এস ইউ সি আই (সি) দলের কর্মীরা যখন তাঁদের কাছে যাচ্ছেন, তাঁরা তাঁদের সাদরে গ্রহণ করছেন, চাঁদা দিচ্ছেন, যোগাযোগ রাখার অনুরোধ করছেন।

অমর মিত্র
কলকাতা-৪

বিজেপির ‘বিকশিত ভারতে’ বিকাশ কাদের!

একের পাতার পর

২০২২-২০২৩ অর্থবর্ষে ২.০৯ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ ব্যাঙ্কের খাতা থেকে মুছে দিয়েছে বলে অর্থমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে পার্লামেন্টে এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন।

- ভারতীয় পুঁজিপতিরা ২০২২ সাল পর্যন্ত ১৬,৫৩,৩৫০ কোটি টাকা বিদেশে বিনিয়োগ করেছে।

বিকশিত ভারতের আসল চিত্র

- বিশ্ব ক্ষুধা সূচক অনুযায়ী ২০২৩ সালে বিশ্বের ১২৫টি ক্ষুধার্ত দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১১১ নম্বরে। ২০১৮ সালে ছিল ১০৩ নম্বরে।
- ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খাদ্য পায়নি এমন শিশুর সংখ্যা ভারতে ৬৭ লক্ষ। বিশ্বের ১৯.৩ শতাংশ ক্ষুধার্ত শিশু নিয়ে ভারত বিশ্বে স্থান পেয়েছে আফ্রিকার গিনি ও মালির উপরে। এর মধ্যে ২৮.৪ শতাংশ রয়েছে বিজেপি-শাসিত উত্তরপ্রদেশে।
- এ দেশে প্রতিদিন ২০ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটায়।
- বিশ্বে যত গরিব আছে, তার তিন ভাগের এক ভাগ ভারতে।
- প্রধানমন্ত্রী নিজে গরিবের উদ্ধারকর্তা হয়ে ৮১ কোটি গরিব মানুষের জন্য রেশন ঘোষণা করতে গিয়ে নিজেই পরোক্ষভাবে স্বীকার করে ফেলেছেন যে, তাঁর ঘোষিত ‘অমৃতকাল’-এ দেশের ৫৭ শতাংশ মানুষের খাদ্য কেনার পয়সা নেই।
- এ দেশে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৪ লক্ষ কৃষক ঋণ শোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন। দৈনিক গড়ে ১৫৪ জন কৃষক আত্মহত্যা করেন। সরকারি তথ্য অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব রাজ্য খোদ গুজরাটে গত ৩ বছরে ২৫ হাজার মানুষ আত্মহত্যা করেছেন যার মধ্যে ৫০০ জন ছাত্র।
- দেশে প্রতিদিন ৭ হাজার লোক অনাহারে এবং ১০ হাজার লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। ৩ হাজার শিশু অপুষ্টিতে মারা যায় প্রতিদিন।
- নারী পাচারে ও নারী ধর্ষণে ভারত বিশ্বের প্রায় শীর্ষস্থানে।
- গত লোকসভা ভোটের আগে রেলে কর্মখালির বিজ্ঞাপনে ৯০ হাজার পোস্টের জন্য আবেদন করেছিলেন ১ কোটি ৫০ লক্ষ বেকার যুবক। উত্তরপ্রদেশে ৩৬২টি পিওনের পোস্টে আবেদন করেছিলেন ২৩ লক্ষ এবং তার মধ্যে ২৫৫ জন পিএইচডি ছাড়াও এমএ, এমএসসি এবং গ্র্যাজুয়েটরাও ছিলেন। সম্প্রতি সেখানে ৬০ হাজার কনস্টেবল পোস্টের জন্য ৪৮ লক্ষ আবেদন জমা হয়েছে। সেক্রেটারিয়েটে ৪১১টি পদের জন্য আবেদন করেছেন ১০৭৬০০ জন।
- পশ্চিমবাংলায় ৫ হাজার ৪০০ গ্রুপ-ডি পোস্টের জন্য পরীক্ষার্থী ছিল ১৮ লক্ষ, এর মধ্যেও ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, পিএইচডি ডিগ্রিধারীরাও ছিলেন।
- দু’বছর আগের হিসাবে মধ্যবিত্তের সংখ্যা ৯ কোটি ৬০ লক্ষ থেকে কমে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ হয়েছে। বাকি ৩ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ সর্বহারায় পরিণত হয়েছে। (পিউ রিসার্চ, ১৮ অক্টোবর ’২৩)
- শুধুমাত্র ২০২২ সালেই ৭ লক্ষ ২৪ হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, যার ফলে কয়েক কোটি শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে।
- দেশের ৬০ শতাংশ লোকের দৈনিক রোজগার ১৬০ টাকা এবং ৩০ শতাংশ লোকের দৈনিক রোজগার ৮০ টাকা। একেবারে কর্মহীন বেকারের সংখ্যা ৩২ কোটি ৬ লক্ষ। (বিজনেস টুডে, ৮ সেপ্টেম্বর ’২২)

দুর্নীতিগ্রস্তদের স্বর্গরাজ্য

বন্ড কেলেঙ্কারি ঃ ‘বিশ্বের সবচেয়ে বড় আর্থিক দুর্নীতি নির্বাচনী বন্ড’, বলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর স্বামী পরাকলা প্রভাকর। এই নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে কর্পোরেট কোম্পানিগুলো থেকে সাড়ে ৬ হাজার কোটি টাকা নিয়েছে বিজেপি। ৩৫টি ওষুধ কোম্পানি এই বন্ডে ১ হাজার কোটি টাকারও বেশি ঢেলেছে। অভিযোগ, এর মধ্যে দিয়ে ওষুধের দাম যথেচ্ছ বাড়ানোর ছাড়পত্র পেয়েছে তারা। ৭টি ওষুধ কোম্পানির ওষুধ গুণমানের পরীক্ষায় ফেল করার পরেই তারা নির্বাচনী বন্ড কিনে টাকা ঢেলেছে। তারপরেই ছাড়পত্র পেয়ে গেছে তারা।

৩৩টি কোম্পানি নিজেদের মুনাফার থেকেও অনেক বেশি টাকার বন্ড কিনে বিজেপি সহ নানা দলকে দিয়েছে। অভিযোগ, এদের বেশিরভাগই শেল কোম্পানি অর্থাৎ কোম্পানির খোলসটাই আছে, আসলে ভুয়ো। বৃহৎ পুঁজিপতিদের হয়ে বিজেপির তহবিলে টাকা ঢালতেই এদের সৃষ্টি বলে অভিযোগ উঠেছে।

ইডি-সিবিআই-আয়কর দপ্তরের তদন্তের আওতায় থাকা ৪১টি কোম্পানি বিজেপির তহবিলে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে ঢেলেছে ২,৪৭১ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১৬৯৮ কোটি টাকা ঢালা হয়েছে কোম্পানির দফতরে ইডি, সিবিআই বা আয়করের হানার তিন মাসের মধ্যে। অরবিন্দ ফার্মা, ডিএলএফ-এর মতো কোম্পানি বিজেপির ফান্ডে নির্বাচনী বন্ড ঢালার পরেই তদন্ত ঢিলে হয়ে গেছে, মালিকরা জামিন পেয়েছেন।

সর্বোচ্চ ঘুষখোর প্রশাসন ঃ ‘ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল’-এর সমীক্ষা বলছে, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর ‘এশিয়ার সর্বোচ্চ ঘুষখোর’ প্রশাসনের তকমা পেয়েছে ভারত। সরকারি দপ্তর থেকে কোনও সার্টিফিকেট, রেজিস্ট্রেশন, ন্যায্য সুবিধা, নামী স্কুল-কলেজে ভর্তি ইত্যাদির ৮৭ শতাংশ ক্ষেত্রেই ঘুষের টাকা তৈরি রেখে দরখাস্ত করতে হয়। এই প্রবণতা ক্রমাগত বাড়ছে। (দ্য ওয়্যার, ৯ ডিসেম্বর, ২০২০) বিজেপি শাসনে সরকারি দপ্তরে আরটিআই করে তথ্য জানতে পারা বিরল হয়ে উঠছে। ফলে সরকারি কাজের স্বচ্ছতা কমছে। (ওই)

কর্ণাটকের খনি কেলেঙ্কারি ঃ জমি এবং খনি কেলেঙ্কারির একাধিক ঘটনায় বিজেপি নেতা ইয়েদুরাপ্পা ও রেড্ডি ভাইরা অভিযুক্ত। ৩৬ হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে। বিজেপির শীর্ষ স্তরের নেতা, পুলিশ, আমলা, বিচারক, সরকারি আইনজীবীদের ঘুষ দিয়ে বেআইনি কারবার ফাঁদার অভিযোগ একাধিক মামলায় আছে। কিন্তু সিবিআই নাকি কিছুতেই কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছে না! তাই ‘প্রমাণ নেই’ বলে ফাইল ধামাচাপা! সম্প্রতি এই রেড্ডি ভাইদের অন্যতম একজনকে বিজেপি সাদরে গ্রহণ করেছে নতুন করে।

আসামের ‘লুইস বার্জার’ জলপ্রকল্প কেলেঙ্কারি ঃ এক সময় অমিত শাহের নামে প্রচারিত লিফলেটে আসামের জলপ্রকল্প সংক্রান্ত লুইস বার্জার কেলেঙ্কারির জন্য বিজেপি যাঁকে অভিযুক্ত করেছিল, সেই হিমন্ত বিশ্বশর্মা এখন বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর আসন আলো করছেন। অভিযোগ, গোয়াতে এই কোম্পানির বিরুদ্ধে তদন্তে সিবিআই এগোলেও আসামে পৌঁছলেই তাদের পা যেন আর চলতে চায় না!

ব্যাপম কেলেঙ্কারি ঃ মধ্যপ্রদেশে সরকারি চাকরি ও মেডিকেল কলেজে ভর্তি সংক্রান্ত দুর্নীতিতে কমপক্ষে ২০০ কোটি টাকার ঘুষের কারবার হয়েছে। এর প্রতিবাদ করে এবং খোঁজ নিতে গিয়ে একাধিক সাংবাদিক সহ প্রায় ৫০ জন মানুষের রহস্যমৃত্যু ঘটেছে। মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বিজেপির শিবরাজ সিং চৌহান। কোনও শাস্তি হয়নি।

ছত্তিশগড়ের রেশন কেলেঙ্কারি ঃ ৩৬ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে ২০১৩ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ সিং বাঘেলার আমলে। কোথায় সিবিআই? এছাড়াও রাজস্থানে বিজেপি সরকারের আমলে ৪৫ হাজার কোটি টাকার খনি দুর্নীতি, ওই রাজ্যেই বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর নামে ঢোলপুর প্যালেস দখলের অভিযোগ, ললিত মোদি, নীরব মোদি, মেহুল চোক্সি, বিজয় মালিয়া ইত্যাদি ব্যাঙ্ক লুঠেরা ও জালিয়াতদের সাথে বিজেপি নেতাদের দহরম-মহরম কেউ অস্বীকার করতে পারে না। গুজরাট স্টেট পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনে দুর্নীতি, আদানি পাওয়ারকে বাড়তি ৫০ হাজার কোটি টাকা পাইয়ে দেওয়ার দুর্নীতি, পিএম কেয়ার্স ফান্ড দুর্নীতি, রাফাল দুর্নীতি, বালকো দুর্নীতি, ডাল দুর্নীতিতে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা গায়েব, ন্যানো কারখানার জমি নিয়ে গুজরাটে ৩৩ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি, এরকম অজস্র আছে। সম্প্রতি অযোধ্যার রামমন্দিরের জমি নিয়েও দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সেই বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গে নারদা, সারদা কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতারা বিজেপিতে নাম লেখানোর পর সিবিআই ইডির চোখে কেমন করে অদৃশ্য হয়ে আছেন সেটাও বেশ রহস্যের। নোট বাতিলের পর গুজরাট থেকে বিজেপির প্রাক্তন এমএলএ শচীন ওঝা ওই রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্ক ও বিজেপির উঁচুতলার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট কিছু অভিযোগ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন। কোনও পদক্ষেপ প্রধানমন্ত্রী নিয়েছেন কি?

রাজনৈতিক ওয়াশিং মেশিন

২০১৪ থেকে ২৫ জন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বিরোধী নেতাকে বিজেপি নিজের দলে অথবা তার নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র মাধ্যমে কাছে টেনেছে। তাদের মধ্যে ১০ জন কংগ্রেসের, ৪ জন করে এনসিপি ও শিবসেনার, ৩ জন তৃণমূল কংগ্রেসের, টিডিপি-র ২ জন এবং সমাজবাদী পার্টি ও ওয়াইএসআর কংগ্রেসের ১ জন করে আছে। বিজেপির সাথে হাত মেলানোর পরেই ৩ জনের বিরুদ্ধে চলা মামলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ২০ জনের মামলা চলে গেছে ঠাণ্ডা ঘরে, বাকি তিনজনের মামলাতেও ধীরে চলো নীতি নিয়েছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি।

উল্লেখযোগ্য নাম হল, এনসিপি-র অজিত পাওয়ার এবং প্রফুল্ল প্যাটেল। প্রথম জন লাভাসা কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত, দ্বিতীয় জন এয়ার ইন্ডিয়া কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত। এনসিপি ভেঙে মহারাষ্ট্রের এনডিএ সরকারে এই দু-জন যোগ দেওয়ার পর গত মার্চ মাসে প্রফুল্ল প্যাটেলকে ক্লিন চিট দিয়েছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার সম্প্রতি দুর্নীতি নিয়ে যে শ্বেতপত্র সংসদে পেশ করেছে, তাতে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক চহ্বানকে আদর্শ আবাসন কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত বলে দেখানো হয়েছে। সেই অশোক চহ্বান সম্প্রতি কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় তাঁকেই রাজ্যসভার টিকিট দিয়ে জিতিয়েছে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গে সারদা মামলার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত তৃণমূলের তৎকালীন সাংসদ মুকুল রায় বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে আর কোনও পদক্ষেপ সিবিআই নেয়নি। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দলনেতা ও বিজেপির প্রধান মুখ শুভেন্দু অধিকারী ২০১৯-এর নারদ স্টিং অপারেশনে টাকা নেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত। তখন তিনি ছিলেন তৃণমূল সাংসদ। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য সিবিআই লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে অনুমতি চাইলেও তা ঝুলিয়ে রাখা হয়। ২০২০-তে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। আর কোনও এজেন্সি তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টাও করেনি।

আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ২০১৪-তে কংগ্রেসে থাকাকালীন সারদা চিটফান্ড সংক্রান্ত মামলায় অভিযুক্ত হন। তাঁর বাড়ি ও অফিসে সিবিআই তল্লাশিও হয়। ২০১৫-তে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। এরপর থেকে আর কোনও তদন্তের সামনে তাঁকে পড়তে হয়নি। প্রায় একই রকম উদাহরণ, কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ জ্যোতি মৃধা, টিডিপি-র প্রাক্তন সাংসদ ওয়াই এস চৌধুরি ইত্যাদি। এঁরা বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে অভিযোগ নিয়ে কোনও এজেন্সি এতটুকু নাড়াচাড়া করেনি। তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক শোভন চট্টোপাধ্যায় নারদ মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার পর বিজেপিতে যান। পরে বিজেপি ছাড়তেই গ্রেপ্তার হন তিনি। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতক তাপস রায়ের বাড়িতে ইডি হানা দেওয়ার পরেই তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।

(সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ এপ্রিল ২০২৪, বর্তমান ৪ এপ্রিল, ২০২৪)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 76, No.: 34 Bengali Weekly April 12, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

বালুরঘাট কেন্দ্রে দলের প্রার্থী কমরেড বীরেন মহন্তর প্রচার-মিছিল

লোকসভা নির্বাচনে বিহারে ১৭টি আসনে এসইউসিআই (সি) একক শক্তিতে লড়ছে। ছবিতে ভাগলপুর কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী কমরেড দীপক মণ্ডল (বাঁ দিকে) ও বাঁকা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড কবীন্দ্র পণ্ডিত প্রশাসনিক দফতরে মনোনয়ন জমা দিচ্ছেন।

বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতীদের সংবর্ধনা ভগবানপুরে

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ-পশ্চিমবঙ্গ প্রতি বছর বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনা করে চলেছে। এই সংস্থার অধীন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর আঞ্চলিক পরীক্ষা পরিচালন কমিটির উদ্যোগে ২০২৩-এর বৃত্তি পরীক্ষার ২৭৭ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার দেওয়া হল ৭ এপ্রিল বিভীষণপুর উচ্চ মাধ্যমিক হাইস্কুলে। স্বাগত ভাষণে বিভীষণপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার মণ্ডল প্রকৃত মানুষ হিসাবে ছাত্রছাত্রীদের গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের ভূমিকার দিকটি গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেন।

পর্ষদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন গৌরীশঙ্কর দাস। তিনি এই পর্ষদ গঠন এবং তার ভূমিকা পালনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনের দিকটি তুলে ধরার সাথে সাথে উপস্থিত ছাত্রদের আগামী দিনে আরও উন্নত শিক্ষা গ্রহণ ও সমাজের বিবিধ সমস্যার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান এবং তার প্রতিকারে যথার্থ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে জেলার বহু বিশিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

গোসাবায় নির্বাচনী কর্মীসভা

৭ এপ্রিল জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের গোসাবা অঞ্চলে এক কর্মীসভায় বক্তব্য রাখছেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে দলের প্রার্থী কমরেড নিরঞ্জন নস্কর সহ জেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

আশাকর্মী ইউনিয়নের পুরুলিয়া জেলা সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের পুরুলিয়া জেলা দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৬ এপ্রিল পুরুলিয়া শহরের শ্যাম ধর্মশালাতে। আড়াইশো প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সহ-সভাপতি নন্দ পাত্র এবং পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সভানেত্রী কৃষ্ণা প্রধান। সম্মেলন থেকে সুস্মিতা মাহাতকে জেলা সভানেত্রী, অর্চনা খান ও নিপু সিংহকে যুগ্ম সম্পাদিকা নির্বাচিত করে ৫৫ জনের পুরুলিয়া জেলা কমিটি গঠিত হয়।

যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড কল্পনা নস্কর দত্তের প্রচারে মিছিল বারুইপুরে

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতি, বরানগর পৌরসভার নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি এবং বাসিন্দাদের উপর জঞ্জাল কর চাপানোর প্রতিবাদে বরানগর উপনির্বাচনে দলের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড সমর সিনহার সমর্থনে দেওয়াল লিখন চলছে

চলছে লোকসভা ভোটের পুরোদস্তুর প্রচার। দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর কেন্দ্রের এসইউসিআই (সি) প্রার্থী কমরেড নিরঞ্জন নস্করকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ

Editor : Amitava Chatterjee Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 Phone: 9433451998, 9432889347 E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com